প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রচ্ছদ

পুরুলিয়ার দেওয়াল চিত্র

(প্রতিচিত্র : প্রকাশ সিংহ)

অলংকরণ উৎস : *বাংলার ব্রত*, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক

অপূর্ব সাহা

থির বিজুরি, ৮৪১/১ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

মুদ্রণ : ডি এণ্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ১৩২

ঋণ : সুশান্ত সরকার, স্বপনকান্তি ঘোষ, মন্থন মোদক, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মাজি, পাপিয়া ঘোষাল, অভিজিৎ কুণ্ডু

কালো গায়ে রঙধূলা মাখাব রে .
কালো গায়ে রঙধূলা মাখিব রে .

অভিমন্যু মাহাত

বুনন

আসা যাওয়া

'আমরা কপাট বন্দ নাই করি
কে কখন আসবে কে কখন যাবে
          বাঁধা ধরা নাই'

দেখতেও পাই, টঙ থেকে বেরিয়ে পায়রা উড়লো
          ছাগল ছানাটা লাফাতে লাফাতে বাইরে
     ঢুকেও পড়লো চড়ুই-শালিক

আলো-বাতাসের নীরব প্রবেশও আছে, আমিও আসা-যাওয়া করি
          কালো-ভালোকে দেখতে

দেহ

দেহ কি আর দেহে কুলায়
মাটি লাগে গো মাটি লাগে
একটাই অঙ্গ আমাদের, মাটি।
অঙ্গ আঙরা হলেই, মাটি।

তোর দেহে কি আমার দেহ কুলায়

শরীরে শরীর রেখে মন ভুলাই

রঙ

'ও ঘাটে কে এলোরে নতুন মনে হচ্ছে'
এ ঘাটে পুরুষ ও ঘাটে মহিলা। নতুন আর কেউ না
নতুন শাড়িতে এসেছে গঁরাই ঘরের বউ

হাড়াই নদীও কল্‌কল্‌ করে। সে-ও বুঝি চাইছে
নতুন রঙের নতুন ভালবাসা। একটা বকও উড়তে উড়তে
নদীর মাঝ-পাথরে এসে বসলো,
সে-ও বুঝি চাইছে, পালকে রঙ লাগাতে

শ্রাবণের দিন ধান রোয়া চলছে

কৃষি

মাগো মা সরষে বুনেছি
ভাই গো ভাই সরষে বুনেছি
ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিব
ভালবাসায় ভরিয়ে দিব

কলসি কলসি তেল
মাগো, পিঠা ছাঁকবি
লুচি ছাঁকবি
বহিন রে ফুর্তিতে খাবি
বাপ গো, মজাসে খাবি

ভাইরে, সরষে ফুলে আঁধার ঘুচাবো

শুধু বীজ

কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা
সাইকেলটা দাঁড়িয়ে পড়লো, ম্যালেরিয়া আপিসের লোক যায়
শরবেড়িয়া রিগুডি মৌতড়
লাল-নীল-হলুদ শাড়ি ধান রুইছে
কাল রাত্তিরে ঘন হয়েছিল শ্রাবণ

শ্রাবণ তো সাইকেল দেখে না
মানুষও দেখে না
শ্রাবণের শুধু মাটি শুধু বীজ

বীজের ভিতরে আলোর রোশনাই

শতশত

শালফুল এলো
করম এলো
আমাদের করম এলো রে

বীজ বুনেছি সারাদিন
সন্ধ্যাবেলায় গান
বীজ বুনবো চিরদিন
সন্ধ্যাবেলায় গান

বীজ আমাদের ছায়া দেয় সন্তানের মত
বীজ আমাদের শত শত

নেমন্তন্ন

পরবের দিন
পিঠা না-খেলে মাংস খেয়ে যাও
ভেড়ামাংস মন্দ লাগবে না।
এসেছো যখন এই লাও পিঁড়ি, এক ঘটি জল।
রাত হ'লে লাচনি নাচ,
লিপানিয়াতে আসর বসবে
ছো-নাচের —
যা দেখবে দেখো, যা খাবে খাও
মহুলাও এনে দিব ...

এই আদর-যত্নের কাছে
হাওয়া এসে দাঁড়ায়
উপভোগ করে মানুষের গেরস্থালি

চেয়ে থাকা

আজ এট্টু ভাত খাবো
ও কুসুম কুসুম ...
পুকুর থেকে তুলে নিয়ে আয় এক ডালা পদ্ম

শুধু কি ভালবাসা
শুধু কি চেয়ে থাকা
ও কুসুম কুসুম ... পদ্ম বিচির রান্না কর আজ

ভাতের সঙ্গে কি যে সুয়াদ

আমি যে চেয়ে আছি
কুসুম রে পদ্মগুলিও চেয়ে আছে
যা পুকুর দিকে যা

ভাত আর ভালবাসা দুই যে সমান

বিয়ার ভোজ

খোঁজ খোঁজ
আজ আমাদের বিয়ার ভোজ
কোথা গেল পুঁটি ও মৌরলা
কোথা আছে রুই-কাতলা

ওলো ও চিংড়ি, রাঘব বোয়ালকে ডাকবি নে
বিনা দোষে খেয়ে ফেলেছে আমাদের ছেলেপিলে
গিলে গিলে

আমরা গেঁড়ি-গুগলি
বিয়া দিলি
মাগুর আর চ্যাংয়ে

বক ও আসবে খোঁড়া ঠ্যাংয়ে

বাসন

কেউ পরচর্চা করছে, কেউ গালমন্দ করছে
কেউ বা কারো গায়ে ঢ'লে প'ড়ে লুটিয়ে পড়ছে হাসিতে
কেউ গা ঘষছে, বাসন মাজছে কেউ

ঘাটের ছোট-বড় গাছেরা নির্বাক
চরে বেড়ায় দু'একটা ছাগল

এক বউ ব'লে উঠলো, 'ও মাসি হাঁড়িতো মাজছো, দেখো
কালি যেন না-থাকে ...।'
'কালি থাকবে না তবে কীসের হাঁড়ি ...'
এ ওর দিকে তাকায় সে তার দিকে তাকায়
পুকুরের জলে ঝুপঝাপ্ শব্দ

মাসি আবারও বলে, এই যে লো তুই দু'ছেলের মা
তোর বুক দেখলেই মালুম হয়,
হাঁড়িকেও জানান দিতে হয়, সে ভাত ফোটায়

ইচ্ছা

ও মঙ্গল ... মঙ্গল চল্
ক্ষেত থেকে ঘুরে আসি
ধানগাছগুলি কত বড় হলো দেখতে ইচ্ছা করছে।
আশ্বিন তো শেষ হ'য়ে এলোরে ভাই
কদম ফুলের রেণুও উড়ছে

মা বলো কন্যা বলো,
ঐ আমাদের ধান,
ঐ আমাদের ধন, বছরে একবার
একবারই আসে
ধানের ভিতরে কী যে থাকে কি যে মায়া
দেখলেই মন জুড়ায়

শত্রু

হাল বাওয়া যে কি কঠিন, তল মাটি উপর করো
উপর মাটি তল।
লাঙল ধরলেই হলো, হাতেরও জোর চাই
মনও দিতে হয়, তবেই তো ফসল ...

ফসল হ'লেই বিনোদবেণী বাঁধবে দ্রৌপদী
ফসল হ'লেই পাখিদের ঝাঁক
আমিও বলতে চাই। বলতে চাই,
লাঙলে মরচে পড়লেও ট্রাকটর আসে না
চৈতু মাহাতর ঘরে
গাছনি মুর্মুকে যেতে হয় ঠিকাদারের কাছে :
কাজ নাই দিবে বাবু, দু'দুটা বিটি
বড় পেট ...

পেটের মত শত্রু নাই আমিও জানি ব'লে
পয়লা শ্রাবণের আকাশকে দেখলাম ঝল্‌মল্‌ করছে
ভয় করছে আমার

লাল সূতা

তোর নাম কিরাত
তোর বাবার নাম তোর দাদুর নাম
তোকে চিনেছি, তোর বাপ-ঠাকুরদাকেও চিনতে চাই
শিকড় না-চিনলে
মাটি না-চিনলে
ভালবাসাও চেনা যায় না
কি বলো হে খুড়া।
বিড়িতে টান দিয়ে বলবে বলো, এই লাও বিড়ি
লাল সূতায় বাঁধা
বাঁধাটা খুলোনা খুড়া, তাহলেই ছিঁড়ে যাবে
প'ড়ে যাবে সমস্তই

কথার ফাঁকে

— কই খুড়া হাটে যাবে নাকি
— হাট, হাটে তো লাউ-ডিংলা, আলু-পিঁয়াজ, লেনা-দেনা
আমি যে মানুষ চাই বাপু —
আজকাল মানুষও আসে না দুয়ারে, কথা বলতে

হাওয়া এলো খুব
পাতা ঝ'রে যায়, মেঘও এলো ঘন হ'য়ে
দু'জনের কথার ফাঁকে
পাখি উড়ে গেল, নির্বাক

দেখা হয়

তোর সাথে মিলবো কী ক'রে
অঙ্গ আমার আঙ্‌রা হোক
মিলবো মাটির তলে
জলে জলে

এখন তোর সাথে
আম পেড়ে দি জাম পেড়ে দি
ভালবাসা
এখন তোর সাথে দেখা হয়

কথা হয়, কাল ঘর যেতে আঁধার হ'য়েছিল

যদি

ভাইলে ভাইলে কি করবি
আলো নাই ভালে
শুকনা গাছ দাঁড়ায় আছে ক্ষেতের আলে

কারে শোনাস কে শুনবে,
আমি তো না, তোর নাগর
আমার আছে ঘরআলি, তবে তুই-ও পাবি আমাকে
যদি ছুঁচ খুঁজে দিস খড়ের গাদায়

তোকে মাখবো মাটি-কাদায়
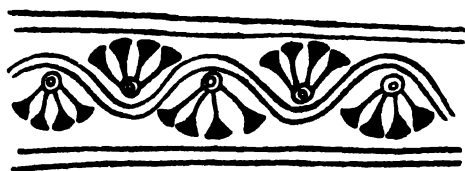
রুখা-শুখা দিনে

মধুমাস মধুমাস ব'লোনা ভাই
মধুতে কি আর পেট ভরে
জানি, কাকও পলাশের মধু খুঁটে খায়
সরিষা ফুলেও গুন্‌গুন্‌ করে মৌমাছি

চোতমাস থেকেই আমাদের জলের অভাব
বাঁধ-কুয়া শুকায় গেছে
গরুকেও জল দেখাতে জল নাই
টিউকলটা আজ ভাল তো কাল খারাপ
পঞ্চায়েত আপিস ঢের দূর
এই রুখা-শুখা দিনে চোখের জলও শেষ হ'য়ে যায়

জষ্টিমাস

মাটি গেছে তেতে
এখন গাঁইতি চালালে, অভিশাপ —
মা ব'লে কি রাগ করতে নাই।
মজুরির দরকার নাই বাপু, জষ্টি মাস
জলেরও জল-তিষ্টা পায়

ঋণ

ভাদর-আশ্বিনে চাল কিনে খেতে হয়
দিনে-রাতে ছ'কেজি চাল লাগে,
ছ্যেলা-ছুলি নিয়ে আছি দশজন ...

তোদের করম পরবে তোরা থাক্
তোরা নাচ-গান কর্
আমি গাইবো : ভাদর-আদর দিন
নুনে-চালে বাড়ে ঋণ

লাইট

না বাবু লাইট আমাদের নাই
না-থাকাই ভাল
লাইট থাকলেই নিববে। আমাদের
লম্ফ-হারিকেনই ভাল।
কেরাসিন না-মিললে, আঁধারই সই।
তবে
চাঁদটা আমাদের আছে
অমাবস্যাতেও পাই।
বনে-বাদাড়ে গাছের মাথায় জোনাকও উড়তে থাকে।
শহরে তো জোনাক জ্বলে না,
একটা কি নিয়ে যাবেন

বরণ

সখী, কি দিয়ে বরণ করি তোকে
ঘরে নাই ধান-দুব্বা ঘরে নাই ফুল
আছে কুমড়া ফুল ঝিঙা ফুল
সখী, কি দিয়ে বরণ করি তোকে

আজ বাদ কাল ডিংলা হ'লে
রান্না করবে ছ্যাঁচকি
আজ বাদ কাল ঝিঙা হ'লে
পোস্ত দিয়ে

এসো এসো বুকে বুক জড়ায়ে বরণ করি তোকে

ভালবাসা থাকবে না শোকে

ভাব

জলে কি আর লম্ফ জ্বলে
হ্যারিকেনেও চাঁদ জ্বলবে না
কেরাসিনটা চাই

এক ফোঁটা দু'ফোঁটা ক'রে চোখের জল জমালেও
পিদিম জ্বলবে না

ও বাবা ... বাবা আঁধার লাগছে
ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচালেও
চৈতু মাহাত আলো জ্বালতে পারে না

অভাবের সঙ্গে ভাব হয় সারা সংসারের

বিষ্টি-ঋণ

এই তো শরাবণ, বিষ্টি নাই
ও বলরাম ... বলরাম
লাঙলে কি বলে

বিষ্টি-ঋণ কে দিবে তোমাকে, মেঘের পরে মেঘ
কি বলছে পঞ্চায়েত

ঝরার বদলে খরার শ্রাবণ

কে দেখবে ঝুলন পূর্ণিমা

নুন

ভাতের সঙ্গে নুনও থাকে না
ঘাম দিয়ে কি আর ভাত খাবো
সজনে শাকেও নুন লাগে
ঘাম দিয়ে কি আর শাক সিজাবো

এ কথা ঘুর্ ঘুর্ করে নুনারামের কাছে
নুনারামের নিকট ঘুর্ ঘুর্ করে আলোবাতাস

আলোবাতাসে নুন থাকে না

ছাই-পাঁশ

‘এ্যা রে এ্যা খালভরা, টুকু ধান ঝেড়ে আয়
শুধু ঘুরবি আর খেলবি
শুধু লিখবি, খাবি কি ...’
কে শুনছে কার কথা
ছেঁড়া-ছেঁদা চালার নিচে ছেলে লিখছে চিঠি

না গো না চিঠি না, কি ছাই-পাঁশ কবিতা

কপালে উয়ার দুঃখু আছে

দুঃখই তো কবিতা মা, বলতে গিয়ে অস্ফুট ধ্বনি
বাতাসে মিলায়

ইস্কুল যাওয়া

আকাশ তো বইয়ের পাতা নয়
সূর্য-তারাও নয় আমাদের অক্ষর
কী পড়বো কী পড়াবো
সাক্ষর হতে হবে যেতে হবে ইস্কুলে
আর ইস্কুল গেলেই
পেটে পড়বে টান

কে দেবে মজুরির টাকা

পেট করছে খাঁ-খাঁ

খেদ

নদী বাঁধলে এখানে
আমাদের লাভ।
লোকসানটা দেখলে না, কেলাহি ঝাঁপড়া
এদের কি হবে
এদের চাষবাস ...

কপাল যে পোড়ে, পুড়ে যায় কারো কারো
এক জনমেই দেখা হলো।
দেখা হলো, চোখের জল
আগুন হ'য়ে উঠলো না

নাই যাব

নাই যাব ছাতা পরবে
ঘরে নাই চালা
ঝর্ ঝর্ বালি পড়ে জল পড়ে
আর আমি দেখবো রাজার ছাতা

আমি নাই যাব তোমাদের ছাতা পরবে

হামকে কে দিবে ছাতা

রাজার ছাতা রাজার মাথায়
ছিঁড়ে না উড়েও যায় না
জনে জনে ধ'রে থাকে ছাতা

আমি নাই যাব রাজার হাসি দেখতে
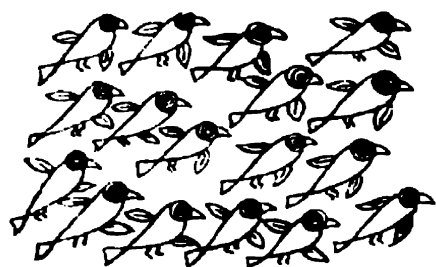
পুঁটি ও মৌরলা

শ্রাবণের ধানক্ষেত থেকে মাছ ধরে ছোট ছোট ছেলে
কেউ পোড়াবে মাছ কেউ বা বিক্রি করবে

নিষ্পলক চোখে ক্ষমা থাকে ব'লেই
শিশুদের হাতে ধরা দেয় পুঁটি ও মৌরলা

গোয়াল ঘর

আমাদের গাইটা যখন বিয়োবে, তখন কি
পুন্নিমা থাকবে। আমার যে খুব সাধ হয়
আমাদের একটা বাছুরের নাম দিব, পুন্নিমা

কে যে কাকে বলছিল এই সব, আমি দেখছিলাম
ভরন্ত গোয়াল, হামলে ওঠা বাছুর। গন্ধ আসছিল
গোবরের। দুধও দুইছিল কে একজন। উপচে পড়ছিল
বালতি

প'ড়ে যাওয়া দু'এক ফোঁটা দুধে ফুটে উঠছিল আকাশের রঙ

আহার

দু'পহর বেলা। কাকটা উড়ে গিয়ে বসলো

ডুমুরের ডালে

একটা কুকুর এদিক ওদিক ক'রে ঢুকে পড়লো উঠানে

আর নন্দর বাপ : ধুর ... ধুর ক'রে

তাড়াতে চায়।

শুনতেও পায়, ও কাকা এঁটোকাঁটা

কুকুরটাও খেয়ে যাক্

ওর-ও যে প্রাণ আছে

এসে পড়লো শীত

ও ঠাকুরঝি ... ঠাকুরঝি ... চলো গোয়াল দিকে যাই
এ ওকে ডাকে
শাশুড়ি ডাকে বউকে

কার্তিকের দিন শেষ হ'য়ে এলো, হিম পড়ছে কুয়াশা
এসে পড়লো শীতও
শুরু হ'য়ে গেছে ধানকাটা
অমাবস্যার আগে থেকে অমাবস্যার পরেও
গরুর শিঙে তেল দিবে বউ-ঝিরা

আমরা তো কাঁথা-কানি জড়াই
অবলা প্রাণীরা কি ঠাণ্ডায় কাঁপবে, তাই
শিঙে তেল, শীত লাগবে না ওদের

ওরাও তো আমাদের

যদিও বলরাম বললো, নারে ভাই না, শিঙে তেল দিলে
নিজের শিঙেই খুঁড়তে পারবে মাটি
আটকাতেও পারবে নিজের শত্রুকে

গণেশ ঠাকুর

বনে-বাদাড়ে চরতে যাওয়া গরু মোষ

মেরে ফেলে গণেশ ঠাকুর।

দীনদরিদ্র মানুষের অভিশাপ ঠাকুরের লাগে না,

মানুষ বরং দূর থেকে প্রণাম জানায়।

দাপিয়ে বেড়ায় ঠাকুর

গাছপালা ভাঙে

গ্রামে ঢুকে মরাই-ও ভাঙে

বনেও আজ অভাব ঢুকেছে

পোকার কথা

'বছর দিনের বেগুন পোকায় খেলো সব
দু'চারটা পয়সারও মুখ দেখলাম না ...
কপাল চাপড়ায় অনিলের মা।

'মাটির দোষ নাই
সবই কপাল ...'
এ কথা শুনিয়ে যায় হারুর মা। মাথায় ঝুড়ি
চলেছে শাক বিক্রি করতে

শাকের ভিতরে দু'একটা পোকা জানে
কপাল-টপাল নাই, খেয়ে-প'রে বাঁচতে হবে সবাইকে
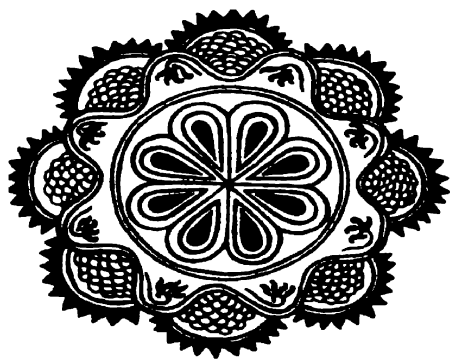
ফেরিঅলার কথা

ফেরিঅলা হাঁক দিয়ে যায় :
আলতা-সিঁদুর, হিমানি-পাউডার
মাথার কিলিপ, লাল ফিতা, আয়না-চিরুনি
এই ঘর থেকে ঐ ঘর এই গাঁ থেকে ঐ গাঁ,
ঝুমঝুমিও বাজে

মা যখন আলতা-সিঁদুরের দরাদরি করে
ছোট ছেলেটা মায়ের আঁচল ধ'রে
দাঁড়িয়ে থাকে।
তাকে কিনে দিতে হয় বেলুন কিম্বা ঝুমঝুমি। আর
ফেরিঅলা বারবার বলতে থাকে, মা ঠাকরুণ
আলতা-সিঁদুরের দর করতে নাই

আমাদের খুকির কথা

উড়ে উড়ে হৃদয় জ্বালে
আমাদের জুনপুকি
বলেছিল, আমাদের খুকি।
বলেছিল, বাপগো বিয়া দিলে আলো দিলে খুব
জোনাক দিলে কি

আমার যে মন কেমন করে
শ্বশুরের শহরে

বুড়ি ঠাকুমার কথায়

'সুখ সুখ করিস ক্যানে
ও লাত বউ সুখতো সঁথায় পরে লো
খোঁপায় বাঁধে লাজ'
বুড়ি ঠাকুমার কথায়
আয়নায় নতুন ক'রে ফুটে উঠলো হাসি
সিঁথিতে এসে পড়লো
প্রভাত সূর্যের রঙ

তারপরেও ঠাকুমা বলে,
'ভালবাসাও থনের দুধ, রাখতে হয় ঝরাতেও হয়'

তখন নাতবউয়ের গর্ভে হামলে উঠলো
ছ'মাসের সন্তান

ডাক

বাঁধের ঘাটে বাসন রইলো প'ড়ে
তুই চললি গল্প করতে
কি সাধের সখি লো ...

থমথম করছে দুপুর, একটা গাছের পাশে
আরেকটা গাছও চুপ
মেজ ঠাকরুণ একা একা কড়াই মাজছে,
মাজতে মাজতে সুখ-দুঃখের যে কথা বলবে —
কাকেই বা বলবে,
লতিকা পালালো।
যৈবনের রিজ, চোখ থাকতে চিনতে চায়•

এ্যা লতি ... লতি ...
দুলে উঠলো পানা ফুল
ছলকে উঠলো জল

সখী

মোদক ঘরে কাজ করে মাহাত বউ
কাজের ফাঁকে কথা হয় মোদক বউয়ের সঙ্গে
মাহাত বউয়ের।
এখানে কেউ মালকিন নয়
কেউ কামিন নয়,
দু'জনেই সুখ-দুঃখ দু'জনেই সখী
একে অপরকে সিঁদুরও পরায়
ব্রত-পার্বনে।
দু'জনের সখিত্বের কাছে কখনও কোনোদিন
এক ডালে বসে দুই পাখি

বেলা

ওই যে গল্প করছে কালো বউ ফর্সা বউ
ওদের দিকেই এগিয়ে যায় বুড়ির মা, নুন বাড়ন্ত।
আ নুন আ হলদে সংসারের অকল্যাণ, একথা বলতে গিয়ে
বলা হলো না। বলে, দু'চিমটে নুন দাও বউ, ডাল ফুটছে

ফর্সা আর কালোর কথাও ফুটছে, তোর দেওর এখনও
এনে দিলো না একটা ব্লাউজ, ছেঁড়াটা কবে থেকে পরছি
আব্রু না-থাকলে কেমন কেমন লাগে। বাদলের দিনে
জল পড়বে ঘরে, চালাটাও ছাইলো না

বেলা চড়বড়িয়ে বাড়ছে লাউলতার দিকে

মনের কথা

'তুই আর বাঁধবি কি খালভরা
তোর বেগুন বাড়িতে ঢুকে পড়ছে গরু-ছাগল ...'
সরমার রাগ না ভালবাসা কি জানি
হলধর হাসতে থাকে
মাটি কোপাতেও থাকে
বেগুন উঠে গেলে লাগাতে হবে গম
তার মন বলতেও থাকে, আমার না-হয় বেড়া নাই
তোর তো বিনুনি আছে
বাঁধ আমাকে
খোঁপাতেও বাঁধতে পারিস
মাছিকেও বসতে দিব না ...

নতুন জামাই

এক ঘটি জল দে
বাজার থেকে মিষ্টি এনে দে
নতুন জামাই এলো যে
কপি ক্ষেতের কপাট খুলে দে

ছুঁড়ি, মন দিলে মন দে
মনের রঙ দিবি নে
বুট ভাজায় ভুলবি নে
ছোঁয়াছুঁয়ি করবি নে

নতুন জামাই শ্বশুর ঘরে ভিজতে দে

সুখ

নদীধারে শ্বশুর ঘর
বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে
আমি নাই যাব শ্বশুর ঘর ...

মা-বাপে বলে, যা বিটি যা ...

আসলে দুঃখ ঝুর্‌ঝুর্‌ করে
মেয়ে আমাদের দেখতে পায়না ব'লে
সুখকেও দেখতে পায়না
সুখ যে কলকে ফুলের দুধ
শুষে নিলেই আনন্দ

শিখা

ও মাঝলা বউ
সন্ধ্যা বেলায় যাসনে বাঁশবন দিকে
তুই পোয়াতি
কী না কী হাওয়া লাগবে
যাসনে বাছাধন
সাত রাজার ধন মানিক আসছে
সাবধানে থাক্ ...

শাশুড়ি চ'লে যায় ঘরের ভিতর
তুলসীতলায় পিদিম জ্বালাবে
শিখাটুকু হ'য়ে উঠবে
এ বংশের আয়ু

বুয়ান গাছ

— হ্যাঁ লো দিদি চাল সব বিকালো
— দু'চার সের রয়েই গেল ভাই
— ক্যানে আজ যাত্রা করো নাই বুয়ান পাতা দিয়ে
— ভুলে গেছি তাড়াহুড়ায়, বেলা হ'য়ে গেছলো

আসা-যাওয়া পথের ধারেই বুয়ান গাছ
শহর-বাজারে চাল বিক্রি করতে গেলে
বিলাতি-বেগুন বিক্রি করতে গেলে
বুয়ান ডাল ভেঙে ঝুড়িতে রাখা

বুয়ান গাছ শুভ বুয়ান গাছ আমাদের

বাঁকা সিঁথা

কাজল নিয়ে পাউডার নিয়ে
যতই সাজুগুজু করো ও রাধি তোকে পুঁছবে না
কিন্তু আমাদের –
পায়ের আলতা ফিকে হ'য়ে যাবে,
পথের দিকে চেয়ে থাকা
ফুরাবে না তোর।
এই বেলা, কিষ্ট ছেড়ে বলরামকে ধর্ ...। কেননা
যতই বাঁধ লাল ফিতা
তোর যে বাঁকা সিঁথা ...

ঘাট

বড় জা ঘাটে নামালো কলসি আর ছোট জা
গায়ের গামছা খুলে দিয়ে জলে ঝাঁপ। সে আজ
সাঁতরে আনবেই পদ্ম পাতা। ও ঘাট থেকে ছোট খুড়ি বারণ করে
ও বউ যাসনে মাঝজলে, জোঁকে ধরলে পার নাই

ওপর থেকে সূয্যিদেব রূপ দেখছে বউয়ের। আর বউয়ের মাথায়
খেলা করছে স্বপ্ন, পদ্ম পাতায় ভাত সাজিয়ে
বরকে ডাকবে খেতে। তার গায়ে আজও হলুদের গন্ধ
শরীরে নতুন জল

খল্‌বল্‌ করছে

বউ বরণ

কে এলো কে এলো
আমার বেটা বউ নিয়ে এলো
ভরা কলসি দেখা
উথলে উঠুক দুধ

বেটার বউ দেখবো রূপার টিকলি দিয়ে
বরণ করবো মায়ে-ঝিয়ে
বাজাতে বল্ বাজনা

আমার আনন্দ আজ কান্না

ধানগাছগুলি

হাওয়ায় দুলছে ধানগাছগুলি
যেন বা গরবে ঢলাঢলি করছে এ ওর গায়ে
যেন বা ওদের নতুন বউয়ের
এক মাসের ছানাটাকে দুধ দিবে এখুনি

শাশুড়িও বলছিল, ও বউ কি শরীর তোর
দেখবি যা ধানেও দুধ এসেছে

ছানাটাও কাঁদছে দুধের লেগে,
কাঁদবেই।
মণ্ডলদের বউ-ও ছুটে আসবে দুধ দিতে
কপালেও দিয়ে যাবে চুমা

ধান রোয়া

ধান রুইতে রুইতে কথা হয়
এ ঘরের বউয়ের সঙ্গে ও ঘরের বউয়ের :
পাঁচ বছর বিয়া হলো বরটা এখনও বউ সোহাগি,
ব্লাউজের সেপটিপিনও ছিঁড়ে দেয়।
আরেক জনের কথা, কি বলবো ভাই
আমার ভাতার তো অভাবের কথা বলতে বলতেই
রাত করে শেষ

দুই সখীর দু'রকম গল্পেও
বীজের বুনন চলে
আনন্দ-বেদনারও বুনন হয়
যা আমরা ধানের শিষে দেখলে দেখতেও পারি

গান

গতরের গরব দেখাস নে ছুঁড়ি, গতরতো আগুরা
ভাতারকে খেয়ে পরপুরুষে ম'জে তোর দেমাক গেলনা
ভাবটা এমন, চুলও ভিজছে না তোর বেণীও ভিজেনা

কে শুন্‌ছে কার কথা
রঙিন শাড়িতে আঁটোসাঁটো বুক হেঁটে গেল
বুড়ির কথার পাশ দিয়ে।
আমিও গুন্‌গুন্‌ ক'রে উঠলাম :
চুলও ভিজা বেণীও ভিজা
মনের সাথে মনকে সিজা

কল্যাণ

আজ তো গোবর নাই
জলে জলে কাদা আর গোবরে মাখামাখি
'ও দিদি আজ কি দিয়ে মাড়ুলি দিব ...'
নিরুত্তর বড় জা বেসরাদের গোয়াল থেকে নিয়ে আসে গোবর

মাড়ুলি যে দিতেই হয়
ঘরে কল্যাণ আসে

দুয়ার দিকে

'মাঙ্গীগো ভখ লেগেছে' ব'লেই ছোট ছেলেটা
মায়ের পিছনে দাঁড়ায় আঁচল ধরে।
মা তখন শুকনো মুখে চেয়ে আছে দুয়ার দিকে

ছেলেটার বাপ নিয়ে আসবে
চাল-ডাল-নুন
কাজের শহরে গেছে। গাই-গরুও ঘরে ফিরছে
বেলা ডুবুডুবু

ঘরে ফেরার মানুষটাও এলো ব'লে
ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে সজল হ'য়ে ওঠে মা

কান্না

নুনা কাঁদছে ঘরে। নুনার মা বাসন মাজছে ঘাটে

কান্নার কাছে এসে দাঁড়ায় একটা শালিক একটা চড়ুই
কান্না থেমে যায়

ওদিকে ডাকছে কেউ, নুনার মা নুনার মা ...

পাখি উড়ে যায়। শুরু হয় ছেলের কান্না

একটা কাক উড়তে থাকে কান্নাকে ঘিরে
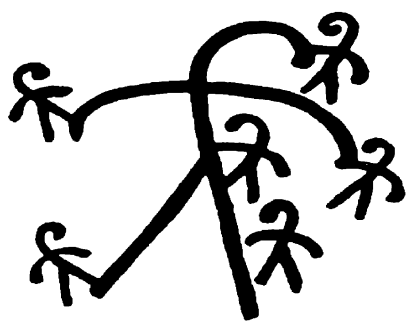
মুনিষের কথা

হামদের আবার পূজা
সারাদিনই কাম-কাজ
পেটে না-দিলে খিদার ঝাঁঝ
পেটেই দশভূজা

হামদের নাই পরব-পাল
ঘরেও নাই একটা হাল
দিনভর মুনিষের কাজ

তারপর বউ-বিটি তারপর সাঁঝ

ধানের ছড়া

ধান এসেছে ঘরে
ঝাড়াই-পেটাই-ও হলো, বাঁধাও হলো
কতক ধান সিদ্ধ হচ্ছে, নতুন চালে পিঠে গড়বে পিসি

খেদও শোনা যাচ্ছে পিসির মুখ থেকে :
সবই তো হলো রে, ধানের ছড়া দুয়ারে দুয়ারে বাঁধলি না এবার
আসতে যেতে মাথায় ঠেকবে
আসতে যেতে আশীর্বাদ
ওই আমাদের দুয়ারে বাঁধা ভগবান

শিব-দুগ্‌গার পৃথিবী

— গাজনের মেলায় আসবে আমাদের গাঁয়ে
— হ্যাঁগো শিবকে পাবো তো
— কত লিবে সেদিন সবাই শিব
ছ্যালা-বুড়া সবাই, সবাই সন্নাসি
— আর দুগ্‌গাকে দেখতে পাবো
— তাও পাবে। শিব-দুগ্‌গারই তো পৃথিবী

আমার পৃথিবী কি এই, বেলতলায় একটি
সিঁদুর-লেপা পাথর,
আর বেলপাতাও অপেক্ষা করে কখন পড়বে
পাথরের মাথায়

মুড়ি

দু'পয়সার মুড়ি
ওলো ছুঁড়ি
এই জীবন —
ভিজালে ভিজবে
উড়ালে উড়বে
রূপের দেমাক করিসনে
বরং এই নে
মাটির ঠাকুর
ভালবাসবি কাঁদবি। কাঁদতে কাঁদতে
কাদাও হ'য়ে যাবি
সনাতনকে পাবি

গুরুজন

ফাগুন দিনের রোদ ক্রমশ ঝাঁঝালো
পলাশ ফুটেছে দেদার
ডালে ডালে কাক শালিক
পত্র-পল্লবহীন গাছ

বাবার সঙ্গে ছেলে
গাঁ থেকে শহরে যায়
হঠাৎ থমকে গিয়ে বাবা ছেলেকে বলে :
পেন্নাম কর রে পেন্নাম কর .
পলাশ গাছ আমাদেরই গাছ
তুলসী গাছও গুরুজন, পলাশ গাছও তাই

সংলাপ

শীত চ'লে গেছে
হাওয়া বইছে ফাগুনের
উড়ে আসছে উদাসীনতা
ঠাণ্ডায় হাত-পা ফেটে গেছলো
খড়ি উড়তো গায়ে
এইবার মসৃণ হ'য়ে যাবে সব

'তুই তো আবার নখ দিয়ে
হাতে-পায়ে অং বং লিখতিস
কি অত লিখতিস ...'
'লিখতাম বটে, কৃষ্ণের শতনাম ...'

'তুই তো রাধারও নাম লিখবি'
'ঐ হলো, যে কৃষ্ণ সেই রাধা'

উঠানের তুলসী গাছেও ভেসে উঠছে ফাগুন

মুখ তুলে চাও

চৈতু মাহাতর গম হ'লে
আমিও দু'টা রুটি পাই
অড়হর হ'লে ডাল পাই এক বাটি

হোক বাবা হোক
হে মা লক্ষ্মী ওদের দ্যাখো, কৃপা করো।
মাটিকে রাখো
মেঘ রাখো রোদও রাখো
বেগুন বিকেও যেন দু'টা পয়সা পায়
বউ-বিটি ছেলেপুলেদেরও কাপড়জামা লাগে
হে মা লক্ষ্মী, মুখ তুলে চাও

আকাশ তো চেয়েই আছে ভালবাসায়

দুই দেবতা

লাঙলে মরচে পড়লে
জমিও অফলা —
লাঙল ও জমি দু'জনেই দেবতা আমাদের

আমরা গড় করি

আমরা ধার দি লাঙলের ফলায়
মাটিকেও মাটি রাখি জীবন দিয়ে

কোজাগরী

নতুন ধানের শিষ যে ক'টা নিয়ে এসেছিলাম
ইঁদুরে খেয়ে গেছে
কিসে লক্ষ্মীপূজা করবো গো ... অভির কাকীর কথায়
অন্ধকার লাগে। মনে হয়,
লক্ষ্মী এসে শাপ দিয়ে যাবে
ঘরে ঢুকবে অলক্ষ্মী

না গো না, পূজা হবেই, কিছু না-হোক
চোখের জলে আলপনা এঁকে
নিয়ে আসবো মা-লক্ষ্মীকে –
অভির মায়ের প্রত্যয় দেখে
আকাশে দেখলাম কোজাগরীর চাঁদ

ফল

মা ষষ্ঠি গো কৃপা করো কোলে দাও একটা পুত .
নীরব প্রার্থনা উড়ে যায় বাতাসে।
মা ষষ্ঠি কোথায় থাকে, কত উপরে
বাউরিদের বউ ঘরের কাজ করতে করতে
পথ হাঁটতে হাঁটতে
দয়া মাগে

বাঁজা বউ শুনে শুনে মুখ কালো হ'য়ে গেছে

কার দোষে যে কি হয়
কি পাপে যে কি হয়
কোলে নাই কালো-ভালো একটা মুখ

মাদাল গাছেও ফল এসেছে, থই থই করছে
আশ্বিনের নদী

গোয়াল ঘর

‘গোয়ালেই খাওয়া-দাওয়া, ঘুম
দিনতো বিতায় গেল ...’
শুনতে চাইলাম, ঘরতো আছে গোয়ালে কেন

চোখে মুখে ঝিলিক দিল বুড়োর। জানালো
‘গোবর আর গোমুত্রের গন্ধে রোগ চ'লে যায়
ব্যাধি আসতেই পারে না ...’
ছেঁড়া খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে
কপালে ঠেকিয়ে হাত
প্রণাম জানালো গোয়ালকে

গরাম থান

'ফুল নাই কি হয়েছে
বেল পাতা নাই তো কি হবেক
আছেই শাল-পিয়াল পাতা ছিঁড়ে দিব গেরাম থানে ...।

সেরখাড়ির মকর আরও জানালো,
ওদের নেই মূর্তিপূজা, দিনক্ষণ
আসতে-যেতে প্রণামও নাই। কেউ আষাঢ়ে কেউ কেউ পৌষে
থানে থানে রেখে যায় মানতের ঘোড়া
মুর্গি বলিও হ'য়ে থাকে

সারা গ্রাম শান্ত ও সুন্দর রাখে সেই লৌকিক দেবতা

পাহারা

মানতের ঘোড়াগুলি
প্রতিদিন রাত্রে জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে
ঘুরে বেড়ায় সারা গাঁ
কার ঘরে অসুখ কার ঘরে নুন-তেল নাই দেখে বেড়ায়
সুখও দ্যাখে

গ্রামের মানুষ থানে রেখে যায় পাথর কিম্বা গাছের পাতা

এটুকুই নিবেদন গ্রাম দেবতার কাছে

রাসবিহারীর কথা

কিসের দারিদ্র
আমারও মাটি আছে তোমারও মাটি আছে
জল-হাওয়া আছে আমারও, আছে তোমারও ...
গাছের এই কথা শুনে

অন্ধকার মাঠ থেকে ছুটে যায় রাসবিহারী।
ঘরে গিয়ে চ্যাঁচাতেও থাকে, অভাব লাই গো আমাদের,

রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ...

উঠোন

আকাশে তখন চৈত্রের রঙ। রুখু হাওয়া।
গাছপালাও সবুজ, ঘন।
ঘরের উঠোনে তখন কে যেন কাকে বলছে,
'সোমবারে হাঁড়ি কিনলে যমে নেয় —
ভালই করেছিস, আমার দিনও ফুরালো ...'

কী যে ফুরায় কী যে ফুরায় না, আমিও কি জানি
হাঁড়ির একটি ভাতের কণাও
একজনের উদর পূর্তি করে

পেন্নাম

কে শিব আর কে পাথর কি বুঝবি রে বাপধন
পেন্নাম কর্ পেন্নাম কর্
দু'বেলা মাটিকে পেন্নাম করলেও কোমরটা শক্ত হয়

প্রণাম করবে কি হেসে হেসে চ'লে গেল নবীন যুবা
তার হাসির দিকে চেয়ে হেসে উঠলো বুড়ো

এই হাসি
তিনকালে গিয়ে এক কালে ঠেকলো

সিঁদুর লেপা পাথরের দিকে চেয়ে সূর্য গেল পাটে